দর্শনা-চিলাহাটি রুটে চলছে সক্ষমতার চেয়ে বেশি ট্রেন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে নীলফামারীর চিলাহাটি পর্যন্ত রেলপথটি বেশ পুরনো। প্রতিদিনই এ পথে চলাচল করছে সক্ষমতার চেয়েও বেশি ট্রেন। অন্যদিকে ব্যস্ত এ রেলপথ ব্যবহার করেই পশ্চিমবঙ্গের গেদে থেকে ভুটান সীমান্তবর্তী ডালগাঁও পর্যন্ত নিজেদের ট্রেন পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছে ভারত।

নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউজে গত শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ নিয়ে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়। এরপর সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা বাংলাদেশের রেলপথ ব্যবহারের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশ রেলওয়ের পথ ব্যবহার করে গেদে-দর্শনা থেকে হলদিবাড়ি-চিলাহাটি ক্রসবর্ডার ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট পর্যন্ত একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ট্রায়াল চালানো হবে। আগামী মাসে কোনো এক সময়ের জন্য এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর এটি ভুটানের সঙ্গে উপ-আঞ্চলিক সংযোগে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ছয়টি সেকশনের মধ্যে পড়েছে দর্শনা থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত রেলপথটি। সেকশনগুলো হলো দর্শনা-পোড়াদহ, পোড়াদহ-ঈশ্বরদী, ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর, আব্দুলপুর-সান্তাহার, সান্তাহার-পার্বতীপুর ও পার্বতীপুর-চিলাহাটি। রেলওয়ের সর্বশেষ ৫৩তম ওয়ার্কিং টাইম টেবিল বইয়ের তথ্য অনুযায়ী, আব্দুলপুর-সান্তাহার ও সান্তাহার-পার্বতীপুরে বর্তমানে রেলপথের যে সক্ষমতা তার চেয়ে অতিরিক্ত ১৪টি ট্রেন চলছে। আর সক্ষমতার চেয়ে একটি ট্রেন বেশি চলছে পার্বতীপুর-চিলাহাটি সেকশনে।

যদি ভারতের মালবাহী ট্রেনগুলো বাংলাদেশের রেলপথের দুর্বল অংশগুলোয় গতি কমিয়ে চলে, তাহলে বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়ার শঙ্কা রয়েছে।’ এমন প্রেক্ষাপটে ভারতকে ট্রেন চালানোর অনুমতি দেয়ার আগে বিষয়গুলো যথাযথভাবে যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছেন এ বিশেষজ্ঞ।

দর্শনা-চিলাহাটি রুটে শুধু যে সক্ষমতার বেশি ট্রেন চলছে তা-ই নয়,

এ পথে যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেনের চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। তাই ট্রেনের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বাড়ছে। রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, এ রুটের সবচেয়ে ব্যস্ততম সেকশন হলো ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর। ২০১৭-১৮ অর্থবছর এ সেকশনে প্রতিদিন গড়ে ৪০টি যাত্রীবাহী ট্রেন ও দুটি মালবাহী ট্রেন চলাচল করেছে। ট্রেনগুলো প্রতিদিন গড়ে ৫১৫টি কোচ, ৮০টি ওয়াগন ব্যবহার করেছে। এর পরের অর্থবছরে সেকশনটিতে প্রতিদিন চলাচল করা যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১টিতে। একই সময়ে যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেনের চাহিদা বেড়েছে দর্শনা-চিলাহাটি রুটের অন্য সেকশনগুলোয়ও।

রেলপথের সক্ষমতার চেয়ে বেশি ট্রেন চলায় এবং ক্রমাগত পণ্য ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চাহিদা বাড়তে থাকায় দর্শনা-চিলাহাটির রেলপথটির ওপর এরই মধ্যে বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের একাধিক কর্মকর্তা। এমন প্রেক্ষাপটে তাদের শঙ্কা, বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নতি না করে ভারতের ট্রেন চলাচলের সুযোগ দিলে এ চাপ আরো বাড়বে।

বাংলাদেশ ট্রান্স-এশিয়ান রেলপথে যুক্ত হোক কিংবা ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দিক, বিনিময়ে বাংলাদেশ যেন মুনাফার ন্যায্য ভাগ পায়, সেদিকে নজর দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করছেন বিশেষজ্ঞরা। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ড. হাদিউজ্জামান বলেন, ‘বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারত ট্রেন পরিচালনা করলে তাদের দূরত্ব অনেকটাই কমে যাবে। তাদের পণ্য সরবরাহ সক্ষমতা বাড়বে। পণ্য পরিবহনের ব্যয় কমবে। ভারতের এ লাভ-ক্ষতির হিসাবটাও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।’

দর্শনায় পৃথক অভিযানে ফেনসিডিল ও সাজাপ্রাপ্ত আসামীসহ গ্রেফতার ২

দর্শনা থানা পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে নাস্তিপুর গ্রাম থেকে ২৩ বোতল ফেনসিডিল পাখিভ্যানসহ হাসান আলীকে (২৬)গ্রেফতার করেছে।গ্রেফতারকৃত হাসান আলী পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের

নাস্তিপুর বেলেমাঠ পাড়ার সালামিন মিয়ার ছেলে।

জানাযায় গত শনিবার রাত ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার রামনগর ফুটবল মাঠের পশ্চিম পাশে।এ সময় দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ একটি পাখি ভ্যান চালকে চ্যালেন্জ করে।পরে তার পাখিভ্যান তল্লাশি করে ২৩ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় তার বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় একটি মাদক আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। অপরদিকে শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে দুইটি সি আর মামলার দীর্ঘদিনের পলাতক আসামী ছয়ঘরিয়া গ্রামের নাসির উদ্দিনকে (৪২)গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত নাসির উদ্দীন পার কৃষ্ণপুর মদনায় ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া, গ্রামের দাউদ মন্ডলের ছেলে।গতকালই দুজনকে চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যানের দ্বায়িত্বভার গ্রহণ অনুষ্ঠানে এমপি- ছেলুন

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান কে,এম মঞ্জিলুর রহমান দ্বায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

আজ রোববার সকাল ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের উপস্থিতিতে তিনি দলীয় কর্মি সমর্থক নিয়ে ফুল দিয়ে সাজানো উপজেলা পরিষদের গাড়ি নিয়ে পরিষদে আসেন। এ সময় তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। পরে এমপি সহ উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তারা পরিষদের চেয়ারে বসেন। পরে তিনি উপজেলা পরিষদের প্রথম মাসিক সভায় যোগদান করেন।

মাসিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আমাদের নব নির্বাচিত চেয়ারম্যান একটা সুন্দর কথা বলেছে,ওর হাত আপনাদের সাথে থাকবে। আপনারও হাত বাড়িয়ে দেবেন। সমন্বয়ের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা উপজেলার সার্বিক উন্নয়নে আপনাদের সকলেই সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। এইটা নিয়ে হই চই করার প্রয়োজন নেই। সবার ভুল থাকতে পারে, এটা সমন্বয় মাধ্যমেই আলমডাঙ্গা উপজেলা এগিয়ে যাবে। আমি এলাকার এমপি,আপনাদের জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমার আলমডাঙ্গা উপজেলার উন্নয়নের ব্যাপারে যতটুকু করণীয় আমি তা করবো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা উত্তত্তোর শ্রীবৃদ্ধি পাবে এটা আমি মনে করি। আমি পিছনের দিকে তাকাতে চাইনা। তবে পিছন থেকে শিক্ষা নিতে হবে। কেউ তা করেনা। নিজের মত চলে। গুনীজনরা বলেন,ইতাহাস থেকে শিক্ষা নিতে হয়।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কে,এম মঞ্জিলুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারর স্নিগ্ধা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান মাসুম বিল্লাহ, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মনিরা খাতুন,উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার শারমিন আক্তার, থানার অফিসার ইনচার্জ মো: গনি মিয়া, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার।

উপজেলা ইন্সট্রাক্টর জামাল হোসেনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রেহানা পারভীন, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহিল কাফি, উপজেলা প্রকৌশলী তাওহিদ আহমেদ, সমাজসেবা অফিসার নাজমুল হুসাইন, উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, বি আর ডিপি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন, উপজেলা তথ্য কর্মকর্তার স্নিগ্ধা দাস।

এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন সমিতির সভাপতি খাদেমপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোজাহিদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস, ইউনিয়ন পরিষদের সকল চেয়ারম্যান বৃন্দসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ৪০ পাউন্ডের কেক কেটে বর্ণাঢ্য পরিবেশে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে আওয়ামী লীগের ৭৫ তম ড্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে। আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আজ রোববার সকালে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন,বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান,জন্ম বার্ষিকীর কেক কাটা বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসব কর্মসুচীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,আজকের এইদিনে আওয়ামীলীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ একটি ঐতিহ্যবাহী দল।

আওয়ামীলীগ হলো জনগণের দল,আওয়ামীলীগ জনগণের মুখপাত্র। আওয়ামীলীগ এক সময় এতোবড় সংগঠন ছিলনা। আজকে আওয়ামীলীগ এশিয়ার একটি বৃহত্তম দল হিসেবে রুপান্তরিত হয়েছে। সময়ের প্রয়োজনে এই দল সৃষ্টি হয়েছিল। এদেশে যা কিছু অর্জন, এ সংগঠনের মাধ্যমেই হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে ভাষা আন্দোলন সবই এই সংগঠনের নেতৃত্বে হয়েছে। বিনা রক্তে বাঙালি জাতির কোন অর্জন আসেনি। আজকে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কান্ডারি বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিসার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুছার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অথিথি ছিলোন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক,সাবেক মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন,সাবেক সাংগঠনিক সম্ডাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস,সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খান, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কে,এম মঞ্জিলুর রহমান। উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলীর

পরিচালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,সাবেক পৌর সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সাবেক উপপ্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু,কালিদাসপুর ইউনিয়ন সভাপতি জয়নাল আবেদীন, খাদিমপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোজাহেদুর রহমান জোয়ার্দ্দার লোটাস,হারদী ইউপি চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু, বেলগাছি ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান চনচল চেয়ারম্যান,কুমারী সভাপতি আবু সাঈদ পিন্টু চেয়ারম্যান,ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, নাগদাহ ইউপি চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল,জামজামি ইউনিয়ন সভাপতি দিদার আলী,খাসকররা ইউনিয়ন সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু,আলমডাঙ্গা সরকারী কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আশরাফুল হক, পাপন রহমান, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদসা,রবি,সাকিব প্রমুখ।

দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর আ.লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ‘প্লাটিনাম জয়ন্তী’বলেন, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা হলো আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকারের হাত ধরে উন্নয়ন অর্জনে বাংলাদেশ আজ অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ভিশন-২০৪১ উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সকল অর্জনের মূলে রয়েছে আওয়ামী লীগের অবদান।

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আওয়ামীলীগের প্লাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন করা হয়েছে।

আজ রোববার ২৩জুন আওয়ামী লীগের ৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের আয়োজনে দর্শনা বঙ্গবন্ধু চত্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর । কর্মসূচির মধ্যে ছিল- জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন, গাছের চারা রোপণ, আনন্দ শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা, দোয়া ও মিলাদ মাহফিল ইত্যাদি। দর্শনা পৌর বঙ্গবন্ধু চত্বরে সকালে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর বেলুন উড়িয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগরের নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে দর্শনা অডিটোরিয়ামের হলরুমে দর্শনা পৌর আ,লীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলীর সভাপতিত্বে, দর্শনা পৌর আ,লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফের প্রাণবন্ধ সঞ্চলনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন , দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ,লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলী মুনছুর বাবু, সাবেক কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টু, চেয়ারম্যান হযরত আলী, আব্দুল করিম বিশ্বাস, শফিকুল ইসলাম, কামাল উদ্দীন, উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, নজির আহম্মদ, শাফিক , রেজাউল করিম, আবু সাইদ খোকন । দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সাজু আহম্মদ রিংকু প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় ইউসিসিএ লিঃ-এর ৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা ইউসিসিএ লিঃ-এর ৩৯ তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল ১১ টায় নিজস্ব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব

করেন ইউসিসিএলিঃ-এর সভাপতি বিপ্লব হোসেন মাস্টার।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআরডিবি কর্মকর্তা শায়লা শারমিন।

এছাড়া বিশেষ অতিথি ছিলেন সরকারি পল্লী উন্নয়ন অফিসার আসাদুজ্জামান, জুনিয়র অফিসার ফারুক উজ জামান, সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ, সদস্য আনোয়ার হোসেন, ওসমান গনি, গোলাম কুদ্দুস। অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন কৃষক সমবায় সমিতির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় বিগত বছরের আয়-ব্যয় ও এজিএম ২০২৪ বছরের বাজেট অনুমোদিত হয়।

চুয়াডাঙ্গায় যুবলীগের উদ্যোগে আওয়ামী লীগের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক পালিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের উদ্যোগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকাল পাঁচটায় চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের কার্যালয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুবায়ের আহমেদ সাব্বির।

এ সময় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন। সেই শুরু থেকে এই সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে। আজ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে এই আওয়ামী লীগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ঘটেছে বাস্তবায়ন হয়েছে দেশের বড় বড় মেগা প্রজেক্ট। কিন্তু এই উন্নয়ন জামাত বিএনপি চায় না তারা চায় আবারো ক্ষমতায় যেয়ে বিশ্বের মধ্যে

দূর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

সভাপতির বক্তব্য চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রিড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৫তম জন্মবার্ষিকী আজ। এই দিনে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য আর্তমানবতায় নিয়োজিত ও সেবাধর্মী রাজনৈতিক সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।প্রতিবছরের মতো এবারও চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগের বিস্তারিত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। জনগণই আওয়ামী লীগের মূল শক্তি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ ভূখণ্ডে প্রতিটি প্রাপ্তি ও অর্জন সবই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই হয়েছে।

এ সময় তিনি আরও বলেন, মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাঙালির অর্জন এবং বাংলাদেশের সব উন্নয়নের মূলেই রয়েছে আওয়ামী লীগ। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে দলের নেতাকর্মীদের মেধা, পরিশ্রম, ত্যাগ ও দক্ষতায় আওয়ামী লীগ আরও গতিশীল হবে এবং বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। বাঙালি জাতির প্রতিটি মহুৎ, শুভ ও কল্যাণকর অর্জনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা রয়েছ।বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শুরুটা এতো সহজ ছিলো প্রচন্ড পরিমাণ চক্রান্ত করা হয়েছিল এই দলটি ভেঙ্গে দিতে আবার জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েও ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি এই দলটিকে।

আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য আজাদুল ইসলাম আজাদ, অনুষ্ঠান উপস্থিত থেকে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ নেতা খালিদ মন্ডল।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য হাফিজুর রহমান হাপুর সঞ্চালনায় আলোচন সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সামসুদ্দোহা হাসু, আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাভলু,আজাদ আলী,হাফিজুর রহমান হাপু,আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ,আলমগীর আজম খোকা। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা শাহী,দরুদ,পিরু,নিপুন,খালিদ, সৈকত,সাবান মেম্বার, রানা হামিদ, আসাদ,নোমান,দিপু,বকুল সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় কৃষক জোটের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত

‘জাগো কৃষক বাঁধো জোট’ স্লোগান নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় কৃষক জোটের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে শহরের শিল্পকলা একাডেমী চত্বরে দিনব্যাপি এ কংগ্রেসের উদ্বোধন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার প্রধান অতিথি হিসেবে কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। দিনের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে জাতীয় পতাকা, কংগ্রেস পতাকা ও কৃষক জোটের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষক জোট আয়োজিত কংগ্রেসের আলোচন পর্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার। সভাপতিত্ব করেন কৃষক জোটের সভাপতি এসএম আব্দুল মোমিন টিপু।

আলমডাঙ্গায় গর্তে জমে থাকা পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে ডুবে খাদিজা খাতুন (৬) নামের এক শিশু কন্যার মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে উপজেলার আসাননগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু আসাননগর গ্রামের লিটন শেখের কন্যা। শিশুটি প্রতিবন্ধী ছিল। সে কথা বলতে পারতো না।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুরে বৃষ্টির পর আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের বিভিন্ন ডোবা গর্ত

পানি জমে যায়। বৃষ্টির পর শিশু কন্যা খাদিজা খাতুন বাড়ির পাশে খেলা করছিল। এদিকে তার স্বজনরা অনেক সময় ধরে খাদিজাকে না দেখতে পেয়ে খোঁজাখুজি করতে থাকেন। পরে গর্তের পানিতে শিশুটির স্যান্ডেল ভাসতে দেখে পানিতে নেমে খাদিজার লাশ উদ্ধার করে। সবার অজান্তে খাদিজা পানিতে পড়ে মৃত্যু বরণ করে। তার মৃত্যুতে স্বজনদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আলমডাঙ্গায় মাদ্রাসাছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ১

আলমডাঙ্গায় হত্যার ভয় দেখিয়ে ১১ বছর বয়সী এক মাদ্রাসাছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আব্দুস সালাম (৩৫) নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ওই মাদ্রাসা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটকৃত আব্দুস সালাম উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের আজিজুর উলুম কওমি মাদ্রাসা ও এতিমখানা লিল্লাহ বোডিংয়ের শিক্ষক। সে উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের অনুপনগর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে।
বিষয়টি জানাজানি হলে ওই মাদ্রাসা থেকে পালানোর চেষ্টা কালে অভিযুক্ত শিক্ষক আব্দুস সালামকে ধাওয়া করে গণধোলাই দিয়েছে স্থানীয়রা।

শিশুর পরিবারের সদস্যরা জানান, বলাৎকারের শিকার শিশুটিকে দুই বছর আগে উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ এলাকার আজিজুর উলুম কওমি মাদ্রাসা ও এতিমখানা লিল্লাহ বোডিংয়ে হেফজ শেখার জন্য ভর্তি করা হয়। গত ৭ মাস আগে ওই মাদ্রাসায় আব্দুস সালাম শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বিভিন্ন সময় ওই শিশুকে কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিলেন। এরমধ্যে ঈদুল আজহার ছুটি চলে আসে। এসুযোগে (১২ জুন) বুধবার রাতে ওই শিশুকে হত্যার হুমকি দিয়ে মাদ্রাসার এক কোনে তাকে জোরপূর্বক বলাৎকার করে। বিষয়টি কাউকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখালে শিশুটি নীরব থাকে।

আজ শনিবার বিকেলে নিজ বাড়ি থেকে ওই শিশুকে মাদ্রাসায় পাঠানোর চেষ্টা করে পরিবারের সদস্যরা। সে মাদ্রাসা যেতে রাজি হয় না। পরিবারের সদস্যরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে শিশুটি ঘটনাটি তার মাকে খুলে বলে।

শিশুটির পিতা বলেন, ‘ছেলে ঈদুল আজহার ছুটি মাদ্রাসা থেকে ঘরে এসে জানায়, সে শারীরিকভাবে অসুস্থ এবং তার সারা শরীর ব্যাথা। ব্যাথার কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্রথমে সে চুপ থাকে, পরে মাদ্রাসা যেতে চায় না। তাকে চাপ দিলে বাধ্য হয়ে ঘটনার বিস্তারিত খুলে বলে। শনিবার রাতেই বিষয়টি নিয়ে ওই শিক্ষকের নিকট জানতে গেলে, সে দৌড়ে মাঠে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পরে তাকে ধাওয়া করে ধরা হয়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা ও মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ উপস্থিত হলে তাদের নিকট সোর্পদ করা হয়। এ ঘটনায় শিশুর পিতা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় ধর্ষণ মামলার প্রস্তুতি চলছিল।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) শেখ গণি মিয়ার মোবাইলে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেনি। তবে মুন্সিগঞ্জ ক্যাম্পের টু আইসি এএসআই ইকবাল হোসেন জানান, বলাৎকারের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষককে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে থানায় ধর্ষণ মামলার দায়ের করা হবে।